स्वर्णाली

शाब्दिका

प्रधान उपदेष्टारौ —ड. दीपक कुमार तामिलि:

अध्यक्ष:, एगरा सारदा शशिभूषण कलेज

—ड. जनेश रञ्जन भट्टाचार्य्य:

विभागीय प्रधान:, संस्कृत विभाग:, एगरा सारदा शशिभूषण कलेज

सम्पादकौ—ड. पञ्चानन पण्डा अध्यापक तन्मय सिंच

सदस्या:— अध्यापक तारापद मिश्र:

अध्यापिका अनीता पयड्या

अध्यापिका अन्तरा भट्टाचार्या

अध्यापक चन्दन दाश अधिकारी

वि.एन.पाव्लिकेशन

Scanned with OKEN Scanner

স্বর্ণালী শাব্দিকা

প্রকাশক ঃ
স্বপন কুমার মাইতি

চলভাষ ঃ
৯৭৩৩০৫৬২২১

বিশেষ সংখ্যা ঃ
শুভ রাখীবন্ধন-২০১৮

ISBN- '978-81-937143-4-8'

মুদ্রণে
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং
৩০ বিধান সরণী

মূল্য ঃ ১০০০ টাকা

Scanned with OKEN Scanner

প্রাচীন ভারতে বৈদিক শিক্ষাপদ্ধতির গুরুতর বৈশিষ্টসমূহ

নমিতা সাহা
সহকারী অধ্যাপিকা (সংস্কৃত বিভাগ)
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

ভূমিকা ঃ-

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। শিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতি বেদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সেইজন্য এটি বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। ভারতীয় জীবনে বিদ্যা একটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি বেদে রয়েছে, যার সংখ্যা চারটি –

ক) ঋগ্বেদ খ)সামবেদ গ) যর্জুবেদ ও ঘ) অথর্ববেদ।

বৈদিককালে বিভিন্ন যুগের কথা আমরা পাই, যেমনঃ ব্রাহ্মী যুগ, উপনিষদ যুগ ইত্যাদি। কিন্তু এই সমস্ত যুগে বেদে শিক্ষার লক্ষ্য ও আর্দশ সমূহে কোন পরিবর্তন হয়নি। এই কারণে এই সময়ের শিক্ষাকে বৈদিক যুগের অধীন বলে মনে করা হয়—

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।"

বৈদিক যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী রয়েছে, যা বিশ্বের অন্য কোন ও দেশের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় পাওয়া যায়নি।

ডক্টর F. E. Key এর মতে - সমাজে ব্রাহ্মনরা শিক্ষার একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, শুধু তাই নয়। সমাজের বিভিন্ন ঘটনার পরিবর্তনের মধ্যে ও হাজার হাজার বছর ধরে উচ্চতর শিক্ষার মশালকে জ্বলজ্বল করে জ্বালিয়ে রেখেছেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা রাষ্ট্র, সরকার, পার্টি, রাজনীতির মত বাহ্যিক নিয়ন্ত্রন থেকে মুক্ত ছিল। বৈদিক যুগে যে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল, তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল –শিক্ষা উচ্চবর্ণ অর্থাৎ ভারতীয় ঐতিহ্যধারায় একটি ব্যক্তির জীবনচক্রকে, চার ভাগে ভাগ করা হয়, যার মধ্যে দ্বিতীয় ভাগ হল—ব্রহ্মচারী। এই সকল উচ্চবর্ণের হাতে শিক্ষার ভার ন্যাস্ত ছিল। এনারা মানুষদের দক্ষতা অর্জনের জন্য সাহায্য করতেন। বৈদিক যুগে বেশীর ভাগ উধ্বর্জন গোষ্ঠী যেমন – ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়–এদের শিক্ষার একটি অনন্য পদ্ধতি ছিল, যার নাম —গুরুকূলম্। অর্থাৎ গ্রাম ও শহর থেকে দূরে অবস্থিত বনের মধ্যে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বসবাস করে, তাদের শিক্ষা লাভ করত। এই

Scanned with OKEN Scanner

ছাত্রদের জীবন শিষ্যাস্ নামে পরিচিত। এরা ছিল খুব কঠোর প্রকৃতির।

ব্রহ্মচারীর দুটি ভাগ ছিল —১) গুরুকূলম্ – অর্থাৎ যাঁরা উপকুবর্ন্ ব্রহ্মচারী রূপে অধিষ্ঠিত হত। (২) নাস্তিক ব্রহ্মচারী– অর্থাৎ যাঁরা একটি ছাত্ররূপে জীবনে শেখার কাজে বুদ্ধিমানের মত অধ্যয়নরত।

লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য ঃ

১) আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তি প্রাচীন শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ধার্মিক ও ধর্মীয় হওয়ার মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। ধর্ম ছাড়া শিক্ষা নির্দেশাবলী সব সময় ছিল না। তাই কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সমৃদ্ধি অর্জন করে।

২) ভারতের ইতিহাসে বৈদিক যুগে চরিত্র গঠনের উপর বেশী জোর দেওয়া হত। নিঁখুত জ্ঞান এবং অনুশীলন একজন মানুষের একটি চরিত্রে, নৈতিক মূল্যবোধ অনুশীলন করার মাধ্যমে নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। প্রাচীনকালে গুরু এটাই উপলব্ধি করেছিলেন যে–ব্যক্তিত্বের বিকাশ শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস, আত্মসংযম প্রভৃতি গুনগুলি ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষক – শিক্ষিকা তাঁর ছাত্রদের এই সকল বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ দিয়ে তাদের মধ্যে এই শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

৩) শিক্ষা জ্ঞান এটি মানুষের তৃতীয় চোখ। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল – এই জগতে বা জীবনে প্রস্তুতি হিসাবে জ্ঞান ছিল না। তবে আত্মার জীবনকালে বর্তমান ও ভবিষ্যতে উভয়ক্ষেত্রে আত্মত্যাগের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার জন্য শিক্ষার মূল্য অপরিসীম।

৪) বৈদিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রকেন্দ্রিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন একক পদ্ধতি গৃহীত হয়নি। শিক্ষক ছাত্রদের পড়ানো ব্যাখ্যা করে, বোঝানোর পর ছাত্র–ছাত্রীদের সেটা পাঠ করানো হত। প্রশ্ন-উত্তর, বির্তক এবং আলোচনা, গল্প বলার প্রয়োজন অনুযায়ী গৃহীত হত। শ্রেণীকক্ষে নজরদারির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সিনিয়র ছাত্রদের জুনিয়রদের পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

৫) ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মচারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার নির্দিষ্ট জীবনের পথের মধ্যে বৌদ্ধকতা পালন করতে হত। আচরণের বিশুদ্ধতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়। শুধুমাত্র অবিবাহিত ছাত্র গুরুকূলে স্থান পেত। এখানে ছাত্রদের প্রসাধনী বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হত না।

৬) শিক্ষার বৃদ্ধিবৃত্তিক দিক ছাড়াও তার বাস্তবদিকটি শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনের

Scanned with OKEN Scanner

পাশাপাশি হারিয়ে যায়নি। শিক্ষার্থীগণ পশুশিক্ষা, কৃষি ও জীবনের অন্যান্য পেশার কাজের জ্ঞান পেয়েছে।

বৈদিক যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকার ঃ

১) **গুরুকূলঃ** গুরুর আবাসস্থল–ই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। ছাত্ররা বাস করত সেই ছাদের তলায়, সেখানে গুরুরা তাদের রক্ষনাবেক্ষন করত। নাম হিসাবে গুরুকূল ইঙ্গিত দেয় যে শিক্ষক এবং তার পরিবারের বাসিন্দা যেখানে শিক্ষার্থীরা অধ্যায়নের সময় থাকতেন। ছাত্র–শিক্ষক উভয়ের সম্পর্ক ছিল সন্তানতুল্য। পুরো প্রতিষ্ঠানটি পরিবারের মত ছিল।

২) **পরিষদ ঃ** –পরিষদ ছিল বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে বেশ কয়েকটি শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করতেন। যেখানে পরিষদগুলি অবস্থিত সেখানে ভালো সংখ্যক লোক বাস করতেন। ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠানগুলি জ্ঞানপ্রদানের স্থায়িকেন্দ্র হয়ে উঠে।

৩) **সম্মেলন ঃ** এই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পণ্ডিতরা এক জায়গায় জড়ো হতেন এবং রাজার আমন্ত্রনে বিবিধ আলোচনা ও প্রতিযোগিতার জন্য অংশগ্রহনে স্থান পেতেন। এই ভাবে পণ্ডিতদের পুরস্কৃত করা হত।

শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা ঃ- ভারতীয় দর্শনে গুরুর স্থান উল্লেখ্যযোগ্য। এই গু–রু–উ এই গঠিত হয়েছে। 'গু' শব্দটি অন্ধকার নির্দেশিত এবং 'রু' শব্দটি নিয়ন্ত্রক। অর্থাৎ অন্ধকার বা অজ্ঞতাকে দূরে সরিয়ে রাখতে বৈদিক ভাষায় আচার্য্য শব্দটি গুরুর নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। গুরুর জ্ঞান সর্বোচ্চ ধন বলে বিবেচিত হয়।

শিক্ষামূলক প্রক্রিয়াতে শিক্ষক ও ছাত্র এই দুটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। শিক্ষক ছাত্রদের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করতেন। গুরু ছাত্রদের কৌতুহল এবং প্রয়োজনগুলি সবসময় মিটিয়ে যেতেন। পিতা যেভাবে তার পুত্রের যত্ন নেয়, গুরু ও ঠিক সেইভাবে তাঁর ছাত্রদের যত্ন নিতেন।

গুরু–শিষ্য পরম্পরাক্রমে 'উপনয়ন' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিষ্য তাঁর গুরুদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে থাকেন। শব্দ 'শিষ্' শব্দটি বিবিধ গুনাবলি নির্দেশ করে।

ধর্মশাস্ত্রে শিক্ষক ও ছাত্রদের উভয়ের আচরণের নিয়ম রয়েছে। ছাত্র একটি দৃঢ় শৃঙ্খলার অধীন ছিল এবং তারা শিক্ষকের প্রতি নির্দিষ্ট বাধ্যবাধ্যকতার অধীন ছিল। যতক্ষন পর্যন্ত তার কোর্স শেষ না হত ততদিন পর্যন্ত তার শিক্ষকের সাথে থাকতে হবে এবং অন্য কারো সাথে থাকতে পারবে না।

Scanned with OKEN Scanner

উপসংহার ঃ–

বৈদিক যুগে সমাজে শিক্ষার বিশিষ্ট স্থান ছিল। এটি সমাজের জন্য পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত ছিল। সভ্যতার সবার জন্য শিক্ষা আবশ্যক। গুরু এবং ছাত্রদের মধ্যে সম্পর্ক বৈদিক যুগের সময় খুবই আন্তরিক ছিল। শিক্ষার প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেদের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত করা হয়। । স্ব-গবেষণা স্বাধীনতাটি সেই সময়ের মধ্যে আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা লেখার শিল্পের সাহায্য তার সংস্কৃতি ও সাহিত্য ছড়িয়ে দেওয়ার শেষ রক্ষা করার জন্য সফল ছিল। এটি শুধুমাত্র ধ্বংসাবশেষ, কারণ মন্দা এবং আধ্যাত্মিকদের দ্বারা মঠ যে সাহিত্য হারিয়েছিল। সাংস্কৃতিক ঐক্য যে আজ ও বিশাল উপমহাদেশে বিদ্যামান সেগুলি সফল সংরক্ষন এবং সংস্কৃতি বিস্তারের কারণে শিক্ষাব্যবস্থা দায়িত্ব এবং সামাজিক মূল্যবোধের একটি অনুভূতি অন্তর্ভুক্ত করেছে। প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে তার লক্ষ্য অর্জন করেছে।

ঃ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বৈদিক সাহিত্য, অনির্বান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১লা বৈশাখ ১৪১৮।

২। বৈদিক পাঠ সংকলন, অধ্যাপিকা শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, সদেশ, কোলকাতা-৭০০০০৬, ১৪১৪ (পুর্ণমুদ্রন)।

৩। বেদ-সংকলন, ডঃ উদয়চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা-৭০০০০৬, জুলাই ২০০৬ (পুর্ণমুদ্রন)।

৪। বৈদিক সাহিত্য প্রসঙ্গ, অধ্যাপিকা সোমদত্তা চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কোলকাতা-৭০০০০৬, ২০০০ ডিসেম্বর।

৫। বৈদিক সংকলন (২য় খণ্ড) অধ্যাপক ডঃ ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য ও ডঃ তারকনাথ অধিকারী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা- ৭০০০০৬, জুলাই ২০১৪ (পুর্ণমুদ্রন)।

৬। শিক্ষায় নাটক ও চারুকলা, ডঃ কমলকৃষ্ণ দে (সম্পাঃ), ডঃ সুজাতা রায় মান্না, আহেলি পাবলিশার্স, কলকাতা ৭০০০০৯, মার্চ ২০১৬।

Scanned with OKEN Scanner